রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৮, ১৯৯০

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

বি আই ডব্লিউ টি এ ভবন

১৪১–১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

[বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর জন্য আদর্শ প্রবিধানমালা]

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৭/১লা জুলাই, ১৯৯০

এস, আর, ও, নং ২৬৩-আইন/৯০ এস ওয়াই-১১/৬৭০—Bangladesh Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (Ordinance No. LXXV of 1958) এর Sections 12 এবং 13 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে নিম্নবর্ণিত প্রবিধান প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং এর সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরী শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

মূল্য ৬·৬০ পয়সা

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "অধ্যাদেশ" বলিতে Bangladesh Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (Ordinance No. LXXV of 1958) কে বুঝাইবে;

(খ) "অসদাচরণ" বলিতে চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণ-সমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(২) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা;

(৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এর কোন আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা ও অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা;

(গ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" বলিতে অধ্যাদেশের Section-3 এর অধীনে গঠিত Bangladesh Inland Water Transport Authority এবং উহার চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে অধ্যাদেশের Section-3 এর অধীনে গঠিত Bangladesh Inland Water Transport Authority কে বুঝাইবে;

(ঙ) "কর্মকর্তা" বলিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(চ) "কর্মচারী" বলিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর যে কোন কর্মচারীকে, অস্থায়ী বা স্থায়ী যাহাই হউক বুঝাইবে, এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "চেয়ারম্যান" বলিতে, অধ্যাদেশের Section-4 এর অধীনে নিযুক্ত চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(জ) "তফসিল" বলিতে এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিলকে বুঝাইবে;

(ঝ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং উহার চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(ঞ) "পদ" বলিতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাইবে;

(ট) "পলায়ন" বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ত্রিশ দিন বা তদূর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে;

(ঠ) "বিজ্ঞাপন" বলিতে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনকে বুঝাইবে;

(ড) "শিক্ষানবিস" বলিতে কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে; এবং

(ঢ) "সম্মানী" বলিতে মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাবর্তক ধরনের নগদ পুরস্কারকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরাসরি নিয়োগ

৩। **সরাসরি নিয়োগ দান।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন; অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিযুক্ত হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়ঃসীমা তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয়।

(৩) কোন পদেই সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা-পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়ন করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং বিভিন্ন সময়ে এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকারের জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

৪। **শিক্ষানবিসি।**—(১) সরাসরিভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিস থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় পাস করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

৫। **যোগদানের সময়।**—(১) অন্য চাকুরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, কোন নূতন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে বন্ধের দিন গণনা করা হইবে না।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুরাতন চাকুরীস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয় সে স্থান, হইতে তাঁহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৪) যদি কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে, বা এক পদ হইতে অন্য পদে, যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ করেন, তবে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে, ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬। **বেতন ও ভাতা।**—সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

৭। **প্রারম্ভিক বেতন।**—(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, উপযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করে তদনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

৮। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।**—কোন কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে পদে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত স্কেলের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

৯। **বেতন বর্ধন।**—(১) বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত বেতন বর্ধন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) যদি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ তাহা উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে এক সংগে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বৃদ্ধি অনুমোদন করা যইবে না, এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার এই মর্মে সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম ছিল দক্ষতা সীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত।

১০। **জ্যেষ্ঠতা।**—(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করেন সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ইহার কর্মচারীদের গ্রেড ওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

(৬) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ, উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১১। **পদোন্নতি।**—(১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবে না।

(৩) টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা-তথা-জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীকে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১২। প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব।—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মকর্তার পারদর্শিতা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন কর্পোরেশন, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশনের মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশনের কোন অনুরূপ বা সদৃশ পদে কর্মরত থাকিবার জন্য কোন কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মকর্তাকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশনে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) কোন পাবলিক কর্পোরেশন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর কোন কর্মকর্তার চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে (অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন বলিয়া উল্লিখিত) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবেন এবং অনুরোধ প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তার সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) তে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

(খ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর চাকুরীতে কর্মকর্তার পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ প্রত্যাবর্তন করিবেন।

(গ) হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন কর্মকর্তার ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিল, যদি থাকে, তবে উহাতে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা প্রেষণে থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয়ে অন্যান্যদের সংগে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা প্রেষণে থাকাকালে তাঁহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মকর্তাকে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশনের স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া Next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন যদি এইরূপ মত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দন্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত কর্পোরেশন উহার রেকর্ডসমূহ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং অতঃপর বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৩। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি পাইবেন, যথাঃ—

(ক) পূর্ণ-বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি;

(গ) বিনা বেতনে অস্বাভাবিক ছুটি;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(ঙ) সংগরোধ ছুটি;

(চ) প্রসূতি ছুটি;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন এবং ইহা বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

১৪। **পূর্ণ-বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চারমাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে, তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে; উহা হইতে ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৫। **অর্ধ বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে অর্ধ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) অর্ধ বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে, ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, একদিনের পূর্ণ বেতনে ছুটির হারে গড় বেতনে ছুটিকে সর্বোচ্চ বারমাস পর্যন্ত, পূর্ণ বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

১৬। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি**।—(১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত অর্ধ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) যখন কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে গড় অর্ধ বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৭। **অসাধারণ ছুটি**।—(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে, অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অস্বাভাবিক ছুটির জন্য আবেদন করেন তখন তাহাকে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে,—

(ক) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ চাকুরী করিবেন, অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা

(গ) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

১৮। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী তাঁহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ অক্ষমতা ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণে অবিলম্বে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া চিকিৎসা পরিষদ প্রত্যায়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে; এবং চিকিৎসা পরিষদের প্রত্যায়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না, এবং উক্ত ছুটি কোনক্রমেই ২৪ মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরণের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না এবং তাহা যে কোন একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং যেক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে, অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) উপরি-উক্ত উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চার মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ কোন ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাঁহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

১৯। **সংগরোধ ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন চিকিৎসক কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ ২১ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সংগরোধের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লেখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সংগরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২০। **প্রসূতি ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ চাকুরী-জীবনে কোন কর্মচারীকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২১। **অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ বেতনে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসরের বয়সসীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাইবেন।

২২। **অধ্যয়ন ছুটি**।—(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ অর্ধ বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন, যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপে মঞ্জুরকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৩। **নৈমিত্তিক ছুটি**।—সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবেন কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৪। **ছুটির পদ্ধতি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি, আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে, তাহাকে অনূর্ধ ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

২৫। **ছুটিকালীন বেতন।**—(১) কোন কর্মচারী পূর্ণ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৬। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো।**—ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৭। **ছুটির নগদায়ন।**—(১) যে কর্মচারী অবসরভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালের জন্য সর্বাধিক বার মাস পর্যন্ত, প্রতি বৎসরে প্রত্যাখাত ছুটির ৫০% ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লেখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণ ভাতা

২৮। **ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি।**—কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থ ভ্রমণকালে বা বদলী উপলক্ষ্যে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময়ে সময়ে নির্ধারিত হার ও শর্তাবলী অনুযায়ী, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **সম্মানী, ইত্যাদি।**—(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কর্মচারীকে, সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য সম্মানী অর্থ বা নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন সম্মানী বা নগদ অর্থ পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ না করা হয়।

৩০। **দায়িত্ব ভাতা।**—কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহাকে মূল বেতনের শতকরা ২০ ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে।

৩১। **বোনাস।**—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩২। **চাকুরীর বৃত্তান্ত।**—(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকুরীর বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এহং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকুরী বহি সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাঁহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন।

৩৩। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রয়োজন হইলে তাহাও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ চাহিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের কিংবা তাহার নিজের সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা

৩৪। **আচরণ ও শৃংখলা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত ঊর্ধতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসায়ের পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না; কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত ঊর্ধতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী/সরকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণ গ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৫। **দন্ডের ভিত্তি**।—কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন, অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন, অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতি পরায়ণ হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতি পরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথাঃ—

(১) তিনি বা তাঁহার কোন পোষ্য বা তাঁহার মাধ্যমে বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ এইরূপ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন, অথবা

(২) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন, অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং তাহাকে চাকুরীতে রাখা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দন্ড আরোপ করিতে পারেন।

৩৬। **দন্ডসমূহ**।—(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নোক্ত দন্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথাঃ—

(অ) লঘু দন্ড—

(ক) তিরস্কার;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা;

(গ) ৭ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;

(আ) গুরু দন্ড—

(ঘ) নিম্ন পদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্ন স্তরে অবনতকরণ;

(ঙ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিহন কর্তৃপক্ষ এর আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(চ) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ছ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) চাকুরী হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে নহে, বরং চাকুরী হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর চাকুরী প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

৩৭। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) প্রবিধান ৩৫(ছ) অনুসারে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্য ধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান ১(গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, অভিযুক্ত কর্মচারীর পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মচারীর সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৩৮। **লঘু দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দন্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবেন, এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদন্ড প্রদান করিতে পারেন যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে সমগ্র কার্যক্রম সমাপ্ত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করিলে কৈফিয়ত পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তবে তিনি তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ, অনুরোধটি বিবেচনার পর, প্রয়োজন মনে করিলে, অতিরিক্ত পনেরটি কার্যদিবসের জন্য উক্ত সময় বৃদ্ধি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত পাইবার পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন, এবং আদেশের তারিখ হইতে পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে এইরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিতে হইবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই প্রবিধানের অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করার তারিখ হইতে নব্বইটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইহার জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইবেন এবং উক্ত কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হইলে, তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে এই প্রবিধানমালার অধীনে কার্যধারা সূচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৫ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কারের দন্ড প্রদান করা হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানী গ্রহণ করতঃ দন্ডের কারণ লিপিবন্ধ করার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারেন, তবে যদি, অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা (১) উপ-প্রবিধান (১) খ (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড আরোপ করিতে হইবে।

৩৯। **গুরুতর দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালী**।—(১) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুতর দন্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবেন, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে, উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবেন;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহাও উল্লেখ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারেন।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত বিবৃতি বিবেচনা করিবেন এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘুদন্ড প্রদান করিতে পারেন অথবা লঘুদন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৩৮ এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদন্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ণিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবেন।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত বোর্ড তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪০এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড, নিয়োগের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাহার বা উহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে, লিখিতভাবে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বা উক্ত বোর্ড তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতে পারেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অনুরোধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে, অনূর্ধ বিশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবেন এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরু দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিবেন।

(৭) কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং পনেরটি কার্য-দিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর একশত আশিটি কার্যদিবসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীনে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে আপনা হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি বা তাঁহারা ইহার কৈফিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হয়, তবে তাঁহার বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) এই প্রবিধানের অধীনে তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে কোন তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হয়; সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা বোর্ডের তদন্তের প্রতিবেদন ও উহার যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে হইবে।

(১০) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্য-প্রণালী।**—(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য অনুরূপ তদন্তে সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের শুনানীও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অভিযোগের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যগণকে জেরা করার এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগ সমর্থনে উক্ত বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার সমর্থনকারী সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন। এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাঁহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত

বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৫(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারেন।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাঁহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখ পূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিতে পারেন, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় বোর্ডের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত বোর্ডের একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪১। **সাময়িক বরখাস্ত**।—(১) প্রবিধান ৩৬ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রবিধান ৩৮ মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয় অথবা প্রবিধান ৩৯ এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর, মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে, তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে, সরকারী বিধি ও আদেশানুযায়ী খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ('কারাগারে সোপর্দ' অর্থে 'হেফাজতে' রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪২। **পুনর্বহাল।**—(১) যদি প্রবিধান ৩৭(১)(ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদানবত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহকে তাহর পদমর্যাদায় আসীন বা সমমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্মরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৩। **ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে আবশ্যক কর্মচারী।**—ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতি কালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাঁহার বেতন ও ভাতাদির সমন্বয় সাধন করা হইবে। তিনি অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৪। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**—(১) কোন কর্মচারী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট অথবা যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা—

(ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কি না, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কি না;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত কি না;

(গ) আরোপিত দন্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কি না; এবং যে আদেশদান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে সেই আদেশ প্রদান করিবেন।

৪৫। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।**—(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না; কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই দন্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on conviction) Ordinance, 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে এইরূপে সাজাপ্রাপ্ত উক্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কি না কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার অধীনে তাহাকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন সেইরূপ দন্ড প্রদান করিতে পারেন এবং এইরূপ দন্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ সরকারী কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাঁহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখার কর্তৃপক্ষ হইতেছে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর বা সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৪৬। **ভবিষ্য তহবিল।**—ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে, কোন কর্মচারী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি বা প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৪৭। **আনুতোষিক।**—(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথাঃ—

(ক) যিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহত-ভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করেন নাই;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নের কোন কারণে যে কর্মচারীর চাকুরী অবসান হইয়াছে, যথাঃ—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ একশত বিশটি কার্যদিবসের উর্ধে কোন সময়ের জন্য এক মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়; এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন, এবং এইরূপ করার সময়ে, উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৭) কোন মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাঁহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৪৮। **অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা।**—(১) অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্প প্রবর্তন করিলে, যে কোন কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) এই উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৩) কোন কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল হিসাবে কর্তৃপক্ষ এর অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে অবসর ভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইতে পারেন।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান ও অব্যাহতি

৪৯। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি।**—অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে কোন কর্মচারী Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৫০। **চাকুরী অবসান, চাকুরী হইতে অপসারণ, ইত্যাদি।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া এবং এক মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং শিক্ষানবিস তাহার চাকুরী অবসানের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়াই কোন কর্মচারীকে নব্বই দিনের নোটিশ দান করিয়া অথবা নব্বই দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

৫১। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি।**—(১) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে তাঁহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাঁহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে তাঁহার এক মাসের বেতনের সম-পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি কর্তৃপক্ষ এর চাকুরী হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারেন।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

৫২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহ রহিত করা হইল, যথাঃ—

(ক) The Bangladesh Inland Water Transport Authority (Recruitment) Regulations, 1983 ;

(খ) Inland Water Transport Authority Servants (Discipline and Appeal) Regulations, 1984.

(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন প্রবিধানমালা মোতাবেক ইতিপূর্বে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইতেছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ৫২(১) প্রবিধানমতে রহিতকরণ প্রযোজ্য হইবে না।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

আবু সাঈদ

চেয়ারম্যান।

সাধারণ পুল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স-সীমা	নিয়োগের পদ্ধতি
১	২	৩	৪
১	সচিব, পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন) পরিচালক(ক্রয় ও সংরক্ষণ)।	৪০ হইতে ৫০ বৎসর।	যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-পরিচালক (বন্দর)/ উর্ধতন উপ-সচিব এবং উচ্চতন উপ-পরিচালকদের (বন্দর) মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২	পরিচালক(পরিকল্পনা)	ঐ	উর্চ্চতন উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩	যুগ্ম-সচিব, যুগ্ম-পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন)।	৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর।	উর্ধতন উপ-সচিব এবং উর্চ্চতন উপ-পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

তফসিল-১

সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা	মন্তব্য
৫	৬	৭
১। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/ ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরী কাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর ও পরিবহন) পদে চাকুরীকাল কমপক্ষে ৩ বৎসর হইতে হইবে অথবা উর্দ্ধতন উপ-সচিব/উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (বন্দর) পদে ৬ বৎসরের চাকুরী অথবা যুগ্ম-ভাবে উর্ধতন উপ-পরিচালক (বন্দর) এবং যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-পরিচালক (বন্দর) পদে ৬ বৎসরের চাকুরী।	বাছাই কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।
১। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর/ পি এইচ ডি ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ১ম শ্রেণীর পদে পি এইচ ডি ডিগ্রীধারীদের জন্য ১৪ বৎসর/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের জন্য ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে) যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)পদে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৪ বৎসর এর অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	উর্দ্ধতন উপ-সচিব অথবা উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন) পদে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে	ঐ

১	২	৩	৪
৪	উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক(বন্দর ও পরিবহন) উর্দ্ধতন উপ-সচিব।	৩৪ হইতে ৪৫ বৎসর	উপ-সচিব, উপ-পরিচালক(বন্দর ও পরিবহন), উপ-পরিচালক (ক্রয় ও সংরক্ষণ), জন-সংযোগ কর্মকর্তা, বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা, ষ্টোর অফিসার ও পারচেজ অফিসারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫	উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)।	ঐ	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৬	উপ-সচিব,উপ-পরিচালক(বন্দর ও পরিবহণ), উপ-পরিচালক, (সংরক্ষণ), জনসংযোগ কর্মকর্তা, বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা, ষ্টোর অফিসার, পারচেজ অফিসার ও উপ-পরিচালক (ক্রয়)।	২৯হইতে ৪০ বৎসর।	সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক(শ্রম ও কল্যাণ), নৌ-কর্মচারী কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (নৌ সংরক্ষণ ও ক্রয়), ল্যাণ্ড অফিসার, ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসার, সহকারী পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন), সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (ক্রয়) সমন্বয় কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৭	উপ-পরিচালক(পরিকল্পনা)	ঐ	সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৮	সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (শ্রম ও কল্যাণ), নৌ-কর্মচারী কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (ক্রয়),সহকারী পরিচালক(নৌ ও ক্রয়), সহকারী পরিচালক (বন্দর), সহকারী বন্দর কর্ম-কর্তা, ল্যাণ্ড অফিসার, ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসার ও সমন্বয় কর্মকর্তা।	১। ২১-২৭ বৎসর (সাধারণ)। ২। ২১-৩০ বৎসর/ (মহিলা এবং উপজাতীয়)। ৩। ২১-৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	১। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। এসাইনমেন্ট অফিসার, সহকারী ক্রয় কর্মকর্তা, সহকারী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী সমন্বয় কর্ম-কর্তাদের মধ্য (টাকা ১৩৫০—২৭৫০)। সিলেকশন গ্রেডভুক্তদের মধ্য হইতে ½ অংশ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
১। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। স্নাতক ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। অর্থনীতি/পরিসংখ্যান স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রী।	৪ নং কলামের ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ

১	২	৩	৪
৯	সহকারী পরিচালক(পরিকল্পনা)	১। ২১—২৭ বৎসর (সাধারণ) ২। ২১—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়) ৩। ২১—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)	১। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ১৩৫০—২৭৫০ টাকার সিলেকশন গ্রেডভুক্ত সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা/পরিসংখ্যান কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে ½ অংশ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০	এসাইনমেন্ট অফিসার,সহকারী ক্রয় কর্মকর্তা, সহকারী সংরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, সহকারী উন্নয়ন কর্মকর্তা।	২৭ হইতে ৩২ বৎসর	নির্বাহী সহকারী, পরিবহন পরিদর্শক, বন্দর তত্ত্বাবধায়ক, উর্দ্ধতন গুদাম রক্ষক, কল্যাণ সহকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।	১। ২১—২৭ বৎসর (সাধারণ) ২। ২১—৩০ (মহিলা ও উপজাতীয়) ৩। ২১—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সকল পদ পূরণ করিতে হইবে।
১২	নির্বাহী সহকারী, পরিবহন পরিদর্শক, বন্দর তত্ত্বাবধায়ক, উর্দ্ধতন গুদাম রক্ষক ও কল্যাণ সহকারী।	ঐ	১। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগে মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। সুপারভাইজার-কাম-কেয়ারটেকার, গুদাম সহকারী ও সহকারীদের মধ্য হইতে ½ অংশ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
অর্থনীতি/পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	৪ নং কলামের ২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।
...	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইবে।	২ নং কলামের ২০% হইতে পদ (টাকা ১৩৫০—২৭৫০) সিলেকশন গ্রেডভুক্ত টাকা ১০০০—২২৮০ সিলেকশন গ্রেডভুক্ত ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সার্টিলিপিকার ব্যক্তিগত সহকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
অর্থনীতি/পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।		...
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা স্নাতকসহ ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	৪(২) নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	

১	২	৩	৪
১৩	সাঁটলিপিকার(ব্যক্তিগত সহকারী) এবং সাটলিপিকার।	১। ১৮—২৭ বৎসর (সাধারণ) ২। ১৮—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়) ৩। ১৮—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সকল পদ পূরণ করিতে হইবে।
১৪	তত্ত্বাবধায়ক-কাম-রক্ষণাবেক্ষণ-কারী, গুদাম সহকারী ও সহকারী।	ঐ	১। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে ২। ½ অংশ পদ নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক, গুদামরক্ষক, মানচিত্র সহকারী, ডিউটি ক্লার্ক, টেলিফোন অপারেটর, অভ্যর্থনাকারী, পরিবহন কেরাণী, কার্যসহকারী, জেটি সরকার, গুদাম কেরাণী, নিরাপত্তা সহকারী এবং অনুসন্ধান কেরানীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৫	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৬	মেডিক্যাল এটেনড্যান্ট	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
	(ক) লাইব্রেরীয়ান	ঐ	ঐ
	(খ) টেলেক্স অপারেটর	ঐ	ঐ

৫	৬	৭
১। উচ্চ মাধ্যমিক পাস;		..
২। মিনিটে কমপক্ষে যথাক্রমে বাংলায় ৫০ এবং ইংরেজীতে ৮০ শব্দের শর্টহ্যাণ্ড এবং বাংলা টাইপে ২৫ ও ইংরেজী টাইপে ৩০ শব্দ কাজ করার দক্ষতা থাকিতে হইবে।	..	..
স্নাতক ডিগ্রী	৪(২) নং কলামে উল্লেখিত পদ সমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	..
উচ্চ মাধ্যমিক পাস। ইংরেজী শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপে কমপক্ষে যথাক্রমে ৭০/২৩ শব্দ এবং বাংলা শটহ্যাণ্ডে ও টাইপে যথাক্রমে ৪৫/-২৩ শব্দের দক্ষতা।	..	..
সনদপ্রাপ্তদের ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস এস সি এবং কম্পাউণ্ডারশীপ সনদ।		—
উচ্চ মাধ্যমিক পাস তৎসহ লাইব্রেরী সায়েন্সে সনদপত্র।		—
উচ্চ মাধ্যমিক তৎসহ টেলেক্স অপারেটর কোর্সে ৪ মাস মেয়াদের সনদপত্র।		..

১	২	৩	৪
১৭	নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক, গুদামরক্ষক, মানচিত্র সহকারী, ডিউটি এ্যাসিস্টেন্ট, শুল্ক সহকারী, বুকিং এ্যাসিস্টেন্ট, দূরালাপনী কর্মচারী, অভ্যর্থনা-কারী, পরিবহন কেরানী, কার্য্যসহকারী, জেটী সরকার, গুদাম কেরানী, শপ সহকারী, নিরাপত্তা সহকারী, অনুসন্ধান কেরানী, বাদিং সারেং, বিশ্রামাগার সহকারী, শুল্ক আদায়কারী, সিরিয়াল সহকারী, বুকিং ক্লার্ক।	১। ১৮—২৭বৎসর (সাধারণ)। ২। ১৮—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)। ৩। ১৮—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৮	রেকর্ড কীপার, দপ্তরী, কুটনবীস, ডুপ্লিকেটিং মেশিন চালক।	২৭ হইতে ৩২ বৎসর।	হেডগার্ড এবং সমমানের পদের কর্মচারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৯	হেড গার্ড	১। ১৮—২৭ বৎসর (সাধারণ)। ২। ১৮—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)। ৩। ১৮—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	গার্ড এবং সমমানের কর্মচারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২০	জমাদার	...	গার্ড এবং সমমানের কর্মচারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২১	প্রধান পাচক	..	পাচক, চৌকিদার-কাম-পাচকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটসহ টাইপিং-এর জ্ঞান।	ঐ	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যাহারা কমপক্ষে ৩ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন এবং যাহাদের সরাসরি নিয়োগের যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে ২০% পদ (নিম্নমান সহকারী-তথা-মুদ্রাক্ষরিক ও সমমানের পদ) পূরণ করা যাইবে। যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।
১। এস,এস,সি পাশ। ২। ডুপ্লিকেটিং মেশিন চালকের পদের জন্য এস,এস,সি-সহ ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	হেডগার্ড বা সমমানের পদে কমপক্ষে ২ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি, পাশ হইতে হইবে।	যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।
	সংশ্লিষ্ট পদে ৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।	..
..	ঐ	..
..	ঐ	...

১	২	৩	৪
২২	চৌকিদার-কাম-পাচক	১৮—২৭বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২৩	এম,এল,এস,এস, গার্ড, নৈশ প্রহরী, শুল্ক প্রহরী, টার্মিনাল প্রহরী, এস্টেট প্রহরী, জেটি প্রহরী, আজ্ঞাবাহক-কাম-প্রহরী, প্রহরী-কাম-ঝাড়ুদার, মালি, বেয়ারার, ঝাড়ুদার, গুদাম সাহায্যকারী, ক্লিনার, হেলপার, কয়াল ও ঘাট মেসেঞ্জার।	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২৪	চৌকিদার-কাম-পাচক	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
(খ)	অর্থ পুল ঃ		
১	পরিচালক (হিসাব), পরিচালক (অর্থ), পরিচালক (নিরীক্ষা)।	৪০ হইতে ৫০ বৎসর।	যুগ্ম-পরিচালক(হিসাব)/যুগ্ম-পরিচালক (অর্থ) এবং উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (হিসাব), উদর্ধতন উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২।	যুগ্ম-পরিচালক(হিসাব) এবং যুগ্ম-পরিচালক(অর্থ)।	৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর।	উর্ধতন উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা) ও উর্ধতন উপ-পরিচালক (হিসাব)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
ইংলিশ এবং বাংলাদেশী খাবার রন্ধনের অভিজ্ঞতা।	..	..
৮ম শ্রেনী পাস।	..	..
বাংলাদেশী খাবার রন্ধনের অভিজ্ঞতা।	...	..
১। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর/সি,এ, ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে সি,এ,সার্টিফিকেটধারীদের ১৪ বৎসর/বাণিজ্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রী-ধারীদের ১৭ বৎসর অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	যুগ্ম-পরিচালক(হিসাব) এবং যুগ্ম-পরিচালক(অর্থ) পদে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে। অথবা উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক(হিসাব) এবং উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক (নৌরিক্ষা)পদে চাকুরীকাল ৬ বৎসর। অথবা যুগ্মভাবে উর্ধতন উপ-পরিচালক (হিসাব)/এবং উর্ধতন উপ-পরিচালক(নিরীক্ষা), যুগ্ম-পরিচালক(হিসাব)/যুগ্ম-পরিচালক (নিরীক্ষা) পদে ৬ বৎসরের চাকুরী।	বাছাই কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।
১। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ

১	২	৩	৪
৩।	উর্ধতন উপ-পরিচালক (হিসাব এবং উর্ধ্বতন উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা)	৩৪ হইতে ৪৫ বৎসর	উপ-পরিচালক (হিসাব), উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা), উপ-পরিচালক (অর্থ)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪।	উপ-পরিচালক (হিসাব), উপ-পরিচালক(অর্থ), উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা) এবং কস্ট একাউন্টেন্ট।	২৯ হইতে ৪০ বৎসর	সহকারী পরিচালক (হিসাব), সহকারী পরিচালক (অর্থ), সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫।	সহকারী পরিচালক(হিসাব), সহকারী পরিচালক(অর্থ) এবং সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা)	১। ২১—২৭ বৎসর (সাধারণ)। ২। ২১—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)। ৩। ২১—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	১। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সহকারী হিসাব কর্মকর্তা, সহকারী অর্থ কর্মকর্তা এবং সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা, যাহার টাকা ১৩৫০—২৭৫০ সিলেকশন গ্রেডে আছেন তাহাদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৬।	সহকারী হিসাব কর্মকর্তা, সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা।	ঐ	নির্বাহী সহকারী এবং উর্দ্ধতন কোষাধ্যক্ষদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৭।	নির্বাহী সহকারী এবং উর্ধ্বতন কোষাধ্যক্ষ।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	১। ½ অংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সহকারী এবং কোষাধ্যক্ষদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
১। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ সমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর/বাণিজ্যে স্নাতকসহ কস্ট একাউন্টেন্সীতে ডিপ্লোমা। ২। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
১। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রী।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা	..
ঐ	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ সমূহে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	
বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা বাণিজ্যে স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	৪ নং কলামের ২য় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	

১	২	৩	৪
৮। সহকারী এবং কোষাধ্যক্ষ		১। ১৮—২৭ বৎসর (সাধারণ)।	১। ½ অংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
		২। ১৮—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)।	২। ½ অংশ পদ নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক, সময় রক্ষক ও সহকারী কোষাধ্যক্ষরদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
		৩। ১৮—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	
৯। নিম্নমান সহকারী, সময় রক্ষক এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ।		ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

(গ) কারিগরী পুল ঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী	৪০ হইতে ৫০ বৎসর।	উপ-প্রধান প্রকৌশলীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২। প্রধান হাইড্রোগ্রাফার	ঐ	অতিরিক্ত হাইড্রোগ্রাফারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী	৪ নং কলামের ২য় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	
১। উচ্চ মাধ্যমিক (বাণিজ্য) পাস ২। উচ্চ মাধ্যমিক(বাণিজ্য)তৎসহ টাইপিংয়ে জ্ঞান।		৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কমপক্ষে ৩ বৎসর চাকুরী করিলে এবং সরাসরি নিয়োগের যোগ্যতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে ২০% পদ পূরণ করা যাইবে। যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।
পুরকৌশল অথবা পানি সম্পদ প্রকৌশল এর স্নাতকসহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ৪২০০—৫২৫০ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।
পদার্থ/গণিত/ভূগোল/ভূপ্রকৃতি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা হাইড্রোগ্রাফী/ওসানোগ্রাফিতে ডিগ্রীসহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ৪২০০-৫২৫০ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীতে হাইড্রোগ্রাফী বা ওসানোগ্রাফী শাখার কমাণ্ডার।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ

১	২	৩	৪
৩।	প্রধান নৌ-প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক বরিশাল নৌ-কারখানা।	৪০ হইতে ৫০ বৎসর।	উপ-প্রধান নৌ-প্রকৌশলী / উপ-ব্যবস্থাপক, বরিশাল নৌ-কারখানার মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪।	পরিচালক নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন।	ঐ	প্রধান নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/নৌ-অধীক্ষকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫।	অধ্যক্ষ, ডেক কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	ঐ	প্রধান নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক / নৌ - অধীক্ষকেরদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
এম,ও,টি/বিওটি/ডিটিআই, ১ম শ্রেণীর প্রকৌশলীসহ সমুদ্রগামী জাহাজে প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে ৫ বৎসর এর অভিজ্ঞতা। অথবা নৌ-স্থাপত্য এবং নৌ-প্রকৌশলে স্নাতক অথবা যান্ত্রিক প্রকৌশলে স্নাতকসহ সরকারী / স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ৪২০০—৫২৫০ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে ।	ঐ
মাষ্টার(এফজি)সহ বাংলাদেশ নদী-পথে ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম মেট(এফজি)সহ বাংলাদেশের নদীপথে ১২ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। অথবা পদার্থ/গণিত/ভূগোলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সরকারী / স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ওসানোগ্রাফিক/মেরিন সার্ভিস কমপক্ষে ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে উচ্চতর মেরিন সার্ভিসের টাকা ৪২০০—৫২৫০ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজিকিউ-টিভ/ ওসানোগ্রাফিক/হাইড্রোগ্রাফিক শাখার কমাণ্ডার।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে চাকুরীকাল কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ
মাষ্টার মেরিনার (এফজি)সহ অভ্য-ন্তরীণ নৌ-চলাচলে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম মেট (এফ, জি) সনদসহ ১ম শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচলে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজিকিউ-টিভ শাখার কমাণ্ডার।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে ।	ঐ

১	২	৩	৪
৬।	প্রধান নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/নৌ-অধীক্ষক।	৩৭ হইতে ৪৭ বৎসর।	নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক, অধিনায়ক, বাঅনৌক জাহাজসমূহের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৭।	উপ-প্রধান প্রকৌশলী	৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৮।	অতিরিক্ত প্রধান হাইড্রোগ্রাফার	ঐ	সহকারী প্রধান হাইড্রোগ্রাফারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
মাষ্টার (এফ,জি)সহ বাংলাদেশের নদীপথে চাকুরীকাল ৮ বৎসর হইতে হইবে। অথবা পদার্থ/গণিত/ভূগোল এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ওসানোগ্রাফি/হাইড্রোগ্রাফি/ মেরিন সাভিসে কমপক্ষে ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে উচ্চতর মেরিন সাভিসে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজিকিউটিভ/ওসানোগ্রাফিক/হাইড্রোগ্রাফিক শাখার নৌ-কমাণ্ডার অথবা প্রথম মেট(এফ,জি)সহ বাংলাদেশের নদীপথে চাকুরীকাল ১০ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
পুর-কৌশল অথবা পানি সম্পদ প্রকৌশল এর উপর স্নাতকসহ সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরী কাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।
পদার্থ/গণিত/ভূগোল/ভূ-প্রকৃতি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা হাইড্রোগ্রাফি/ ওসানোগ্রাফিতে স্নাতকসহ সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৩ বৎসর হইতে হইবে, অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক বা ওসানোগ্রাফিক শাখার লেঃ কমাণ্ডার।	৪ নং কলামে বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৩ বৎসর এর অভিজ্ঞতা।	ঐ

১	২	৩	৪
৯।	উপ-প্রধান নৌ-প্রকৌশলী/উপ-ব্যবস্থাপক, বাতানৌক নৌ-কারখানা, , বরিশাল।	ঐ	উর্ধতন নৌ-প্রকৌশলী/ডেক মাস্টারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০।	সহকারী প্রধান হাইড্রোগ্রাফার (জরিপ)।	৩০ হইতে ৪৫ বৎসর।	উর্ধতন নদী জরিপকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১।	সহকারী প্রধান হাইড্রোগ্রাফার (টাইডাল)	ঐ	টাইডাল এনালিস্টদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
এমওবি/বিওটি/ভিটিআই, প্রথম শ্রেণী প্রকৌশলী (মোটর অথবা কম্বাইণ্ড)সহ সমুদ্রগামী জাহাজে প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে কমপক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা যান্ত্রিক/নৌ-স্থাপত্য এবং নৌ-প্রকৌশল এ স্নাতকসহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ বেতন-ক্রমে চাকুরী ৩ বৎসর হইতে হইবে অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রকৌশল শাখার লেঃ কমাণ্ডার অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রধান ই, আর, এ, হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা ।	৪ নং কলামে বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ
পদার্থ/গণিত/ভূ-প্রকৃতি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা হাইড্রোগ্রাফি/ওসানোগ্রাফিতে স্নাতকসহ সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০-৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর হাইড্রো-গ্রাফিক/ওসানোগ্রাফিক শাখার ল্যাফটেন্যান্ট ।	অবশ্যই বিজ্ঞান বা সমমানের স্নাতকসহ ৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
পদার্থ/গনিত/পরিসংখ্যান/ভূ-প্রকৃতি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা টাইডাল সায়েন্সে স্নাতকসহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০-৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর হাইড্রো-গ্রাফিক/ওসানোগ্রাফিক শাখার টাইডাল ডাটা কার্য্যে নিয়োজিত লেফটেন্যান্ট।	৪ নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ

১	২	৩	৪
১২।	সহকারী প্রধান হাইড্রোগ্রাফার (যন্ত্রায়ন)।	৩০ হইতে ৪৫ বৎসর।	ইকো-সাউণ্ডার ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৩।	উর্দ্ধতন নৌ-প্রকৌশলী/ ডক মাষ্টার।	ঐ	নৌ-প্রকৌশলী/যান্ত্রিক প্রকৌশলী/ প্রধান প্রকৌশলী (জাহাজ), সহকারী ডক মাষ্টার/জাহাজ নির্মাণ প্রকৌশলী/নৌ-স্থপতিদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
ফলিত পদার্থ (ইলেকট্রনিক্স) বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা স্নাতক প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিক্স)/ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল অথবা সমমানের ডিগ্রী-সহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। অথবা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যাহার পদ ও মর্যাদা নৌ-বাহিনীর ল্যাফটেন্যান্ট এর সমমানের হইতে হইবে।	৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে	বাছাই কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।
এমওটি/বিওটি/ডিটিআই, ২য় শ্রেণীর প্রকৌশলী(মোটর অথবা কম্বাইণ্ড)সহ সমুদ্রগামী জাহাজে ২য় শ্রেণীর প্রকৌশলী হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা যান্ত্রিক প্রকৌশল/নৌ-স্থাপত্য এবং নৌ-প্রকৌশলে স্নাতকসহ সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০-৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রকৌশল শাখার লেফটেন্যান্ট। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রধান ই, আর, এ, হিসাবে ৫ বৎসরের অথবা ই, আর, এ-১ হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। ডক মাস্টার হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ভাসমান ডকে ডক পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	অবশ্যই প্রকৌশলে স্নাতক হইতে হইবে অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমমানের স্নাতক অথবা এ,এম, আই, ই, হইতে "এ" এবং "বি" সেকশন পাশ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে ৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ

১	২	৩	৪
১৪	ডেকা চেইন অধিনায়ক	৩০ হইতে ৪৫ বৎসর	সহকারী চেইন অধিনায়কদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৫।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	ঐ	নির্বাহী প্রকৌশলীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৬।	পরিকল্পনা প্রকৌশলী	ঐ	যান্ত্রিক প্রকৌশলী/নৌ-স্থপতিদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
ফলিত পদার্থ (ইলেকট্রোনিক্স) এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রোনিক্স প্রকৌশলে স্নাতক অথবা সমমানসহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। অথবা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যাহার পদ এবং মর্যাদা বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এর সমতুল্য।	৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
পুর-কৌশল অথবা পানি সম্পদ প্রকৌশলে স্নাতকসহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	অবশ্যই প্রকৌশলে স্নাতক হইতে হইবে অথবা স্বীকৃত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সমমানের স্নাতক অথবা এ,এম,আই, ই হইতে "এ" এবং "বি" সেকশন পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসররের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে ৪ নং কলামে উল্লেখিত পদে ৫ বৎ-সরের অভিজ্ঞতা।	ঐ
যান্ত্রিক প্রকৌশল/নৌ-স্থাপত্যে স্নাতক সহ সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর পদে ১০ বসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	অবশ্যই প্রকৌশলে স্নাতক হইতে হইবে অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যা-লয় হইতে সমমানের স্নাতক অথবা এ, এম আই, ই হইতে "এ" এবং "বি" সেকশন পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে যান্ত্রিক প্রকৌশলী/নৌ-স্থপতি পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ

১	২	৩	৪
১৭	নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/অধিনায়ক, বাঙ্গনৌক জাহাজ।	৩০ হইতে ৪৫ বৎসর।	সহকারী নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/সহ-অধ্যক্ষ, ডেক কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৮	প্রধান চিকিৎসক	৩৬ হইতে ৪৫ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১৯	সহকারী নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/উপাধ্যক্ষ ডিপিটিসি।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর	কনিষ্ঠ সহকারী নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/প্রধান প্রশিক্ষক, ডিপিটিসি'র মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

৫	৬	৭
১। প্রথম মেট (এফজি) অথবা দ্বিতীয় মেট(এফজি)সহ বাংলাদেশের নদীপথে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা মাস্টার (হোম)সহ বাংলাদেশের নদীপথে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা পদার্থ/গণিত/ভূগোল এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ হাইড্রোগ্রাফি/ওসানোগ্রাফি/ মেরিন সার্ভিসের ১২ বৎসর এর অভিজ্ঞতা, যাহার মধ্যে উচ্চতর মেরিন সার্ভিস টাকা ২৮০০–৪৪২৫ বেতনক্রমে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজিকিউটিভ/হাইড্রোগ্রাফিক/ওসানোগ্রাফিক শাখার লেফট্যান্যান্ট। ২। সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডিং অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এম,বি,বি,এসসহ ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	..
১। ২য় মেট(এফজি) সার্টিফিকেট অথবা পদার্থ/গণিত/ভূগোল স্নাতকোত্তরসহ সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় ১ম শ্রেণীর পদে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা (হাইড্রোগ্রাফি/ওসানোগ্রাফি/মেরিন সার্ভিসে) যাহার মধ্যে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা মেরিন সার্ভিস হইতে হইবে। অথবা মেট (হোম ট্রেড) সার্টিফিকেট অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজিকিউটিভ শাখার সাব-লেফটেন্যান্ট। ২। অভ্যন্তরীণ নদীপথে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। শিক্ষানবীস থাকাকালে প্রার্থীদের অবশ্যই ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাস্টার সার্টিফিকেট পাইতে হইবে।	১। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাস্টার সার্টিফিকেট; এবং ২। ৪ নং কলামে বর্ণিত পদে ৫ বৎসরের চাকুরী।	... ..

১	২	৩	৪
২০	নির্বাহী প্রকৌশলী	২৭ হইতে ৪০ বৎসর।	সহকারী প্রকৌশলীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২১	নৌ-স্থপতি, জাহাজ নির্মাণ প্রকৌশলী/সহকারী ডক মাস্টার।	ঐ	সহকারী নৌ-স্থপতি/প্রকল্প কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২২	উর্দ্ধতন নৌ-জরিপকারী	ঐ	নৌ-জরিপকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২৩	কার্টোগ্রাফার	ঐ	সহকারী কার্টোগ্রাফারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২৪	টাইডাল এনালিস্ট	২৭ হইতে ৪০ বৎসর।	সহকারী টাইডাল এনালিস্টদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
পুর-কৌশলে স্নাতক অথবা এ,এম, আই,ই, সার্টিফিকেটসহ ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	১। বি,এস,সি(ইঞ্জিনিয়ারিং)ডিগ্রী-ধারীদের জন্য সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে একটানা চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। ২। ডিপ্লোমাধারীদের সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে চাকুরীকাল ৭ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
নৌ-স্থাপত্য অথবা নৌ-প্রকৌশলে স্নাতকসহ ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখায় সাব-লেফটেন্যান্ট।	১। সহকারী নৌ-স্থপতি/প্রকল্প কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসহ বি,এস,সি (ইঞ্জিঃ) ডিগ্রী। ২। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সহকারী নৌ-স্থপতি/প্রকল্প কর্মকর্তা হিসাবে ৭ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।	ঐ
হাইড্রোগ্রাফি/ওসানোগ্রাফিতে স্নাতক অথবা পদার্থ/ভূগোল/ভূ-প্রাকৃতিক বিদ্যা/গণিতে স্নাতকোত্তরসহ হাইড্রোগ্রাফিক/ওসনোগ্রাফিক সার্ভিসে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	নৌ-জরিপকারী হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
গণিত/পদার্থ স্নাতকোত্তরসহ কার্টোগ্রাফি, জিওডেসি, ম্যাপিং, ম্যাপের ব্যাখ্যা প্রদান, ম্যাপ ও চার্টের একত্রিকরণ ও প্রকাশনা। অথবা সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যিনি পদমর্যাদায় নৌ-বাহিনীর সাব-লেফটেন্যান্ট এর সমতুল্য হইবে।	সহকারী কার্টোগ্রাফার হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
পদার্থ/গণিত/পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর অথবা টাইডাল সায়েন্সে স্নাতকসহ কম্পিউটারে ডাটা প্রসেসিংয়ের ব্যাপারে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর হাইড্রোগ্রাফি/ওসানোগ্রাফি শাখার সাব-লেফটেন্যান্ট, টাইডাল ডাটা প্রসেসিং এর কাজে অভিজ্ঞতা।	সহকারী টাইডাল এনালিস্ট হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী।	বাছাই কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১	২	৩	৪
২৫	ইকো-সাউণ্ডার প্রকৌশলী	২৭ হইতে ৪০ বৎসর।	সহকারী ইকো-সাউণ্ডার প্রকৌশলী/ সহকারী যন্ত্রায়ন প্রকৌশলীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২৬	ষ্টেশন প্রকৌশলী(ডেকা চেইন)/ সহকারী চেইন অধিনায়ক।	ঐ	(ক) সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (ডেকা চেইন)দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে ষ্টেশন প্রকৌশলী(ডেকা চেইন) পদসমূহ পূরণ করিতে হইবে। (খ) ষ্টেশন প্রকৌশলী, যাহাদের কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে সর্বজ্যেষ্ঠগণ বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সহকারী চেইন অধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ পাইতে পারেন।
২৭	তড়িৎ প্রকৌশলী	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রোনিক্স এ স্নাতক প্রকৌশলীসহ উক্ত বিষয়ে ৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। অথবা তড়িৎ প্রকৌশলে এ,এম,আই,ই,সনদ পাওয়ার পর ৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। অথবা ফলিত পদার্থ(ইলেকট্রোনিক্স) এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ উক্ত বিষয়ে ৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। অথবা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যাহার পদ ও মর্যাদা নৌ-বাহিনীর সাব-লেফটেন্যান্ট হইতে হইবে।	১। ৪ নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের জন্য ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। ২। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ৪নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৭ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রোনিক্সে বি,এস,সি (ইঞ্জিঃ) ডিগ্রীসহ এই বিষয়ে ৮ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা। অথবা তড়িৎ প্রকৌশলে এ,এম,আই,ই, সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৮ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা, অথবা ফলিত পদার্থ (ইলেকট্রোনিক্স) এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ উক্ত বিষয়ে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যাহার পদমর্যাদা নৌ-বাহিনীর সাব-লেফটেন্যান্ট হইতে হইবে।	১। ৪নং কলামে উল্লেখিত পদ-সমূহে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী-দের ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা, ২। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ৪নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৭ বৎসর হইতে হইবে। ৩। ষ্টেশন প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি পাইতে হইলে ডেকা চেইনের সহকারী তড়িৎ প্রকৌশলীদের বিভাগীয় পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে।	ঐ
তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক এবং সমমানসহ উক্ত বিষয়ে ৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।	...	...

১	২	৩	৪
২৮	নৌ-প্রকৌশলী, যান্ত্রিক প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (জাহাজ)।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর।	সহকারী নৌ-প্রকৌশলী, সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী এবং জেনারেল ফোরম্যানদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
২৯	সহকারী নৌ-স্থপতি এবং প্রকল্প কর্মকর্তা।	১। ২১—২৭ বৎসর (সাধারণ) ১। ২১—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়) ৩। ২১—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩০	সহকারী নৌ-প্রকৌশলী, সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী, জেনারেল ফোরম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার (ডিজেল)।	ঐ	(ক) ½ অংশ পদ সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা (মেরিন), উর্ধতন কারিগরী সহকারী (মেরিন) /মেকানিক্যাল/ ডিজেল/ এলিটমেটর-১, মেকানিক্যাল সুপার-ভাইজার, ডিজেল সুপারভাইজার এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মেরিন/ মেকানিক্যাল)দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। (খ) ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩১	সহকারী প্রকৌশলী	১। ২১—২৭ বৎসর (সাধারণ) ২। ২১—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়) ৩। ২১—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)	১। ½ অংশ পদ উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা, যন্ত্র প্রকৌশলে ডিগ্রী অথবা সমমানের ডিগ্রী। অথবা যান্ত্রিক/নৌ-প্রকৌশল/তড়িৎ প্রকৌশলে ডিপ্লোমাসহ সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকুরীকাল ৮ বৎসর হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সাব-লেফটেন্যান্ট। নৌ-স্থাপত্য এবং নৌ-প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী।	১। স্নাতক প্রকৌশলীদের ৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। ২। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ৪নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৭ বৎসর হইতে হইবে।	
মেকানিক্যাল/মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রী।	যন্ত্র প্রকৌশল অথবা মেরিন প্রযুক্তিতে ডিপ্লোমাসহ ৪ নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।
পুর-কৌশল অথবা পানি সম্পদ এ স্নাতক প্রকৌশলী অথবা একই বিষয়ে এ, এম, আই, ই, হইতে সার্টিফিকেট।	পুর-কৌশলে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীসহ উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

১	২	৩	৪
৩২	প্রধান প্রশিক্ষক, ডি.পি.টি.সি	২১ হইতে ৪০ বৎসর	প্রশিক্ষকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩৩	কনিষ্ঠ সহকারী নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক/থার্ড অফিসার।	ঐ	১। ½ অংশ পদ কনিষ্ঠ নৌ-জরিপকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩৪।	নদী জরিপকারী	২১ হইতে ৩৫ বৎসর	১। ½ অংশ পদ কনিষ্ঠ নদী-জরিপকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩৫।	সহকারী টাইডাল এনালিস্ট	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
চীফ পেটি অফিসার (বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর সিম্যান শাখার) এইচ, ই, টি,/এস, এস, সি সহ শিক্ষানবিস থাকাকালীন সময় প্রার্থীদের অবশ্যই ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সনদপত্র হাসিল করিতে হইবে।	প্রশিক্ষক হিসাবে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
মাধ্যমিক পাসসহ জাহাজে ৪ বৎসরের ক্যাডেট শীপের অভিজ্ঞতা এবং ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সীম্যান শাখায় চীফ পেটি অফিসার (এইচ ই, টি/এস, এস, সি)সহ শিক্ষানবিসি থাকাকালীন সময়ে প্রার্থীদের অবশ্যই ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সনদ হাসিল করিতে হইবে। অথবা বাঅনৌক এর কনিষ্ঠ নদী জরিপকারী হিসাবে চাকুরীকাল ৮ বৎসর হইতে হইবে।	কনিষ্ঠ নদী জরিপকারী হিসাবে চাকুরী কাল ৮ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
স্নাতক পর্যায়ে অংকসহ হাইড্রোগ্রাফি/ওসানোগ্রাফিতে স্নাতক অথবা পদার্থ/রসায়ন/গণিত/ভূগোল/ভূ-প্রকৃতি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীদের শিক্ষানবিসকাল ২ বৎসর হইবে যাহার শেষে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফলাফলের উপর চাকুরীতে আত্মীকরণ করা হইবে। স্নাতক পর্যায়ে গণিতসহ টাইডাল সায়েন্সে স্নাতক অথবা পদার্থ/ভূ-প্রকৃতি বিদ্যা/গণিত/পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীগণের শিক্ষানবিসকাল ২ বৎসর হইবে, যাহার শেষে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল এর উপর চাকুরীতে আত্মীকরণের বিষয়টি নির্ভর করবে।	৪নং কলামের ১ম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৮ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ

১	২	৩	৪
৩৬।	সহকারী ইকো-সাউণ্ডার প্রকৌশলী/সহকারী যন্ত্রায়ন প্রকৌশলী/সহকারী টেলি-কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার।	ঐ	১। ½ অংশ পদ ইকো-সাউণ্ডার সুপারভাইজার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ত্বড়িৎ), তত্ত্বাবধায়ক (ত্বড়িৎ) দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পরণ করিতে হইবে।
৩৭।	সহকারী কার্টোগ্রাফার	ঐ	১। ½ অংশ পদ ম্যাপ কর্ম-কর্তা, অংকন কর্মকর্তা (কার্টোগ্রাফার) এবং কনিষ্ঠ নদী জরিপকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৩৮	সহকারী ত্বড়িৎ প্রকৌশলী (ডেকা চেইন)	২১ হইতে ৩৫ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকেট্রনিক্স এ বি, এসসি (ইঞ্জিঃ) অথবা এ, এম, আই, ই, (ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রো-নিক্স) অথবা ফলিত পদার্থ (ইলেক ট্রোনিক্স) এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যিনি পদ মর্যাদায় বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফি-সারের সমকক্ষ হইবেন। অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকেট্রানিক্স এ ডিপ্লোমা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট চাকুরীতে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীগণের শিক্ষানবিসকাল ২ বৎসর হইবে, যাহার শেষে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর চাকু-রীতে আত্মীকরণের বিষয়টি নির্ভর করবে।	ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রোনিক্স এ ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ৪নং কলামের ১নং অনুচ্ছেদে উল্লে-খিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	
গণিত অথবা পদার্থে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য যিনি পদমর্যাদায় বিমান বাহিনীর ওয়া-রেন্ট অফিসার এর সমতল্য হই-বেন। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থী-গণের শিক্ষানবিসকাল ২ বৎসর হইতে হইবে, যাহার শেষে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর চাকুরীতে আত্মী-করণের বিষয়টি নির্ভরশীল হইবে।	১। ম্যাপ কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে। ২। অংকন কর্মকর্তা (কার্টো গ্রাফি) হিসাবে চাকুরী-কাল ৭ বৎসর হইতে হইবে। ৩। কনিষ্ঠ নদী জরিপকারী হিসাবে চাকুরীকাল ৮ বৎসর হইতে হইবে।	
ইলেকেট্রানিক্স/ইলেকট্রিক্যাল বি এসসি (ইঞ্জিঃ) ডিগ্রী অথবা এ, এম, আই, ই (ইলেকট্রোনিক্স/ ইলেকট্রিক্যাল); অথবা ফলিত পদার্থ (ইলেকট্রোনিক্স) এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; অথবা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট		

১	২	৩	৪
৩৯	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা (জাহাজ বিমান/ মেরিন) তত্ত্বাবধায়ক (ডিজেল/নির্মাণ) যান্ত্রিক/জাহাজ নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক, উর্দ্ধতন কারিগরী সহকারী (যান্ত্রিক/ডিজেল/ জাহাজ নির্মাণ), এষ্টিমেটর এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)।	২১ হইতে ৩৫ বৎসর।	১। ৫০% ভাগ পদ কারিগরী সহকারী (মেরিন/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ যান্ত্রিক) দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ৫০% ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪০।	তত্ত্বাবধায়ক (ত্বড়িৎ), উর্দ্ধতন কারিগরী সহকারী (ত্বড়িৎ), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ত্বড়িৎ)।	ঐ	১। ৫০% ভাগ পদ কারিগরী সহকারী (ত্বড়িৎ) দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ৫০% ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪১।	অংকন কর্মকর্তা (জাহাজ নির্মাণ) উর্দ্ধতন নক্সানবীশ (জাহাজ নির্মাণ)।	ঐ	১। ৫০% ভাগ পদ নক্সানবীশ (জাহাজ নির্মাণ) এষ্টিমেটর-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ৫০% ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
শাখার সদস্য যিনি পদ মর্যাদায় বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসারের সমকক্ষ হইবেন। অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রোনিক্স এ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সহ সংশ্লিষ্ট চাকুরীতে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীগণের শিক্ষানবিসকাল ২ বৎসর হইতে হইবে, যাহার শেষে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর চাকুরীতে আত্মীকরণের বিষয়টি নির্ভর করিবে।		
যে কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে নৌ-প্রযুক্তি কিংবা যন্ত্র প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।	অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ বৎসরের মেয়াদী সংশ্লিষ্ট ট্রেড কোর্সে পাস হইতে হইবে এবং ৪নং কলামের ১নং অনুচ্ছেদের উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ১০ বৎসর হইতে হইবে।	
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রোনিক্স এ ডিপ্লোমাধারী হইতে হইবে।	অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ বৎসর মেয়াদী সংশ্লিষ্ট ট্রেড কোর্স পাস হইতে হইবে এবং ৪নং কলামের ১নং অনুচ্ছেদের উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ১০ বৎসর হইতে হইবে।	
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে নৌ-প্রযুক্তি/পুর-কৌশলে ডিপ্লোমাধারী হইতে হইবে।	ঐ	

১	২	৩	৪
৪২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুরকৌশল) এস্টিমেটর (সিভিল)	২১ হইতে ৩৫ বৎসর।	১। ৫০% ভাগ পদ কারিগরী সহকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ৫০% ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪৩	প্রশিক্ষক, ডিপিটিসি	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪৪।	সুপারভাইজার	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪৫	জাহাজ উদ্ধারকারী তত্ত্বাবধায়ক (স্যালভেজ সুপারভাইজার)।	২১ হইতে ৩৫ বৎসর।	ডুবরীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে পূর-কৌশলে ডিপ্লোমাধারী প্রকৌশলী হইতে হইবে।	সাব-ওভারসিয়ার অথবা সার্ভে ফাইনাল পাস কারিগরী সহ-কারীদের চাকুরীকাল ১০ বৎসর হইতে হইবে।	
এস, এস, সি/ইটিআই, সনদ-সহ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সী-ম্যান শাখায় চাকুরীকাল ১০ বৎ-সর হইতে হইবে, যাহার মধ্যে লিডিং সিম্যান হিসাবে ৩ বৎ-সর (শিক্ষানবীশ থাকাকালীন সময় অবশ্যই ২য় শ্রেণীর ইন-ল্যাণ্ড মাষ্টার সনদপত্র পাইতে হইবে।) অথবা মাধ্যমিক পাস সহ ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সনদপত্র।		
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ইলেক-ট্রোনিক্স এ ডিপ্লোমাধারী হইতে হইবে। অথবা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর পেটি অফিসার অথবা সেনা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার সমমানের পদে আসীনসহ ইলেকট্রোনিক্স ও মেরিন স্টোরস তদারকী কাজে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা।		
১। এস, এস, সি অথবা বাংলা-দেশ, নৌ-বাহিনী হইতে ই, টি, আই এবং ২য় শ্রেণীর ডুবুরীর সনদপত্র। ২। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ৩ বৎসরের অভি-জ্ঞতা।	এস, এস, সি, অথবা ২য় শ্রেণীর ডুবুরী সনদপ্রাপ্ত-দের ১০ বৎসরের অভি-জ্ঞতা।	

১	২	৩	৪
৪৬	রেডিও কর্মকর্তা	২১ হইতে ৩৫ বৎসর।	ওয়ারলেস তত্ত্বাবধায়কদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪৭	মানচিত্র কর্মকর্তা	ঐ	সহকারী মানচিত্র কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।
৪৮	অংকন কর্মকর্তা (কার্টো-গ্রাফি)।	১। ২১ হইতে ২৭ বৎসর (সাধারণ)। ২। ২১ হইতে ৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)। ৩। ২১ হইতে ৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৪৯	অংকন কর্মকর্তা, উর্দ্ধতন নক্সানবীশ।	ঐ	১। ৫০% ভাগ পদ নক্সানবীসদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ৫০% ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫০	ইকো-সাউণ্ডার তত্ত্বাবধায়ক	ঐ	১। ৫০% ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে ২। ৫০ ভাগ পদ কারিগরী সহকারী (ড্রাফ্টিং) এর মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫১	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধায়ক	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
এস, এস, সি, অথবা সমমানের যোগ্যতা। সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখার অবসরপ্রাপ্ত অফিসার যিনি সশস্ত্র বাহিনীর ওয়ারলেস চালনায় ১ম শ্রেণীর সনদ পাইয়াছেন।	সেনাবাহিনীর ১ম শ্রেণীর ওয়ারলেস যন্ত্র চালনার সনদপত্র, বেতার/ওয়ারলেস তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।	
...	সহকারী মানচিত্র কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	
অবশ্যই গণিত/পদার্থ বিদ্যাসহ ২য় বিভাগের বি,এ,/বি, এস, সি, ডিগ্রী হইতে হইবে।	...	
পুর-কৌশলে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, হাইড্রোগ্রাফি বিভাগে নিয়োগের বেলায় টপোগ্রাফিক ম্যাপ/চার্ট, ফেয়ার ড্রয়িং, প্রোজেকশন এবং প্লাণ্টিং এর কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্সে পাস হইতে হইবে এবং ৪নং কলামের ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ১০ বৎসর হইতে হইবে।	
ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রোনিক্স এ ডিপ্লোমাধারী হইতে হইবে। অথবা সশস্ত্র বাহিনীর সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী হইতে হইবে।	অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্সের সনদপত্র এবং ৪নং কলামের ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ১০ বৎসর হইতে হইবে।	
এস, এস, সি,-সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাস হইতে হইবে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অভিজ্ঞতা ৩ বৎসরের হইতে হইবে।	...	

১	২	৩	৪
৫২	সহকারী মানচিত্র কমকর্তা	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫৩	কনিষ্ঠ নদী জরিপকারী	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫৪	ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান	১৮ হইতে ২৭ বৎসর	ইলেকট্রিসিয়ান, কারিগরী সহকারী (ত্বড়িৎ) দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫৬	কানুনগো	ঐ	জরিপকারী/কারিগরী সহকারীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫৬	ওয়ারলেস তত্ত্বাবধায়ক	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ওয়ারলেস অপারেটর/ এসএসবি অপারেটর মনিটর অপারেটরদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
গণিত অথবা ভূগোল-সহ স্নাতক ডিগ্রী থাকিতে হইবে। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীগণকে ২ বৎসর শিক্ষানবীস থাকিতে হইবে যাহার মধ্যে জরিপ ও মানচিত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় পাস করার পর চাকুরীতে আত্মীকরণ করা হইবে।		
গণিতসহ বি, এ, ডিগ্রী অথবা পদার্থ, রসায়ন ও গণিতসহ বি, এস, সি, ডিগ্রী। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীদের শিক্ষানবীসকাল ২ বৎসর হইবে। যাহার শেষে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল এর উপর চাকুরীতে আত্মীকরণের বিষয়টি নির্ভরশীল থাকিবে।		
	এস, এস, সি,-সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাস এবং অনুমোদিত সরকারী কর্তৃপক্ষ হইতে "এ" অথবা "বি" গ্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি।	
ডিপ্লোমাধারী এবং জরিপ কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।	সাব-ওভারশিয়ার অথবা সার্ভে ফাইনাল সনদপ্রাপ্তদের জরিপকারী/কারিগরী সহকারী হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে পারেন।
এস, এস, সি, অথবা সমমানের যোগ্যতাসহ সশস্ত্র বাহিনী হইতে ১ম শ্রেণীর ওয়ারলেস যন্ত্র চালনার সনদপত্র।	৪নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে এবং এস, এস, সি, পাস ও ২য় শ্রেণীর ওয়ারলেস যন্ত্র চালনার সনদপত্র থাকিতে হইবে।	বাছাই কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য যোগ্যপ্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১	২	৩	৪
৫৭	সংরক্ষণ সুপারভাইজার, মাস্টার মেকানিক্স।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর	কারিগরী সহকারী (মেরিন/ডিজেল)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫৮	কারিগরী সহকারী	১। ১৮ হইতে ২৭ বৎসর (সাধারণ)। ২। ১৮ হইতে ৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)। ৩। ১৮ হইতে ৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৫৯	নক্সাবিদ	ঐ	ঐ
৬০	জাহাজ নির্মাণ নক্সাদার/এস্টিমেটর।	ঐ	ঐ
৬১	কারিগরী সহকারী (তড়িৎ)	ঐ	ঐ
৬২	কারিগরী সহকারী (মেরিন/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ/মেকানিক্যাল)।	ঐ	ঐ
৬৩	ওয়েল্ডার	ঐ	ঐ

৫	৬	৭
এস, এস, সি,-সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ বৎসর মেয়াদী মেরিন ডিজেল আর্টিফাইসার কোর্সের সনদপত্র।	এস, এস, সি, এবং ২ বৎসর মেয়াদী সংশ্লিষ্ট কোর্সের সনদপ্রাপ্তদের কারিগরী সহকারী (মেরিন/ডিজেল) হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	ঐ
এস, এস, সি, -সহ কোন অনুমোদিত সরকারী কারিগরী প্রতিষ্ঠান হইতে সাব-ওভারসিয়ার/ সার্ভে ফাইনাল পাস।	...	ঐ
এস, এস, সি, -সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ড্রাফটসম্যানশীপে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাস।		
এস, এস, সি, -সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাস।		
এস, এস, সি,-সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের মেয়াদী কোর্স পাস।		
এস, এস, সি-সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাসের সনদপত্র।		
এস, এস, সি -সহ ওয়েল্ডিং কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৪ মাস মেয়াদী কোর্স পাসের সনদপত্র।		

১	২	৩	৪
৬৪	লেদ অপারেটর	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৬৫	কার্পেন্টার	ঐ	ঐ
৬৬	লিফট মেকানিক	ঐ	ঐ
৬৭	ট্রেসার	ঐ	ঐ
৬৮	মনিটর অপারেটর	ঐ	ঐ
৬৯	ক্লার্ক-কাম-কম্পাউণ্ডার	ঐ	ঐ
৭০	ক্রেন সুপারভাইজার	ঐ	ক্রেন ড্রাইভার/ফ্রকলিফট ড্রাইভার-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
এস, এস, সি,-সহ লেদ মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদী কোর্স পাসের সনদপত্র।	..	
অনুমোদিত কারখানায় কার্পেন্টার হিসাবে ৭ বৎসর কাজের অভিজ্ঞতা। অথবা অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে অন্যূন ৬ মাস মেয়াদী কোর্সে পাসের সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে।	...	
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৪ মাস মেয়াদী কোর্স পাসের সনদপত্র।	...	
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস এবং সুন্দর হাতের লেখা সহ দ্বিতীয় বিভাগ হইতে হইবে।	...	
দ্বিতীয় বিভাগে এইচ, এস, সি, পাস। প্রার্থীগণ ১ বৎসরের শিক্ষানবীসকালে ডেকা চেইন মনিটরিং এবং রেডিও টেলিফোন যন্ত্রপাতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন।	---	
এস, এস, সি, পাস-সহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পা-উণ্ডারশীপ পাসের সনদপত্র থাকিতে হইবে।	---	
..		৪নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীর অভিজ্ঞতা ৩ বৎসর হইতে হইবে।

১	২	৩	৪
৭১	অটোগেজ অপারেটর	১। ১৮—২৭বৎসর (সাধারণ)। ২। ১৮—৩০ বৎসর (মহিলা ও উপজাতীয়)। ৩। ১৮—৩২ বৎসর (মুক্তিযোদ্ধা)।	১। ½ অংশ পদ লিডসম্যান/ গেজ রিডারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। ২। ½ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৭২	ড্রাইভার	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূর করিতে হইবে।
৭৩	গেজ কম্পিউট	ঐ	ঐ
৭৪	ক্রেন ড্রাইভার/ফর্কলিফট ড্রাইভার।	ঐ	সহকারী ক্রেন ড্রাইভারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৭৫	মটর মেকানিক/ডিজেল মেকানিক/মেকানিক।	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৭৬	ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প ড্রাইভার / পাম্প ড্রাইভার-কাম-ইলেকট্রিশিয়ান।	ঐ	ঐ
৭৭	স্পীড বোট ড্রাইভার	ঐ	ঐ
৭৮	ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান-কাম-পাম্প - ড্রাইভার / পাম্প ড্রাইভার-কাম ইলেকট্রিশিয়ান।	ঐ	ঐ

৫	৬	৭
এইচ, এস, সি পাস। প্রার্থীগণের হাতের লেখা সুন্দর এবং স্বাস্থ্য ভাল হইতে হইবে।	এস, এস, সি, পাস। ৪নং কলামে উল্লেখিত পদসমূহে চাকুরীকাল ৭ বৎসর হইতে হইবে।	...
সরাসরি নিয়োগকৃত প্রার্থীগণ ১ বৎসর শিক্ষানবিসকাল শেষ হওয়ার পর আত্মীকরণ করা হইবে।		...
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ মটরগাড়ী চালনার লাইসেন্স এবং তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	..	..
এইচ, এস, সি পাস। প্রার্থীগণের হাতের লেখা সুন্দর হইতে হইবে। কার্ড পাঞ্চিং এ সার্টিফিকেট কোর্সের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	...	
	৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরী কাল ৩ বৎসর হইতে হইবে।	
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ৪ মাস মেয়াদী কোর্সের ট্রেড সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে।	...	
সরকারী ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড হইতে অবশ্যই "সি" গ্রেড ওয়ার্ক পারমিট লাইসেন্স থাকিতে হইবে।	...	...
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট এবং স্পীড বোট চালনার ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	...	

১	২	৩	৪
৭৯	ব্লু-প্রিন্টার, ফেরো প্রিন্টার	ঐ	ব্লু-প্রিন্টার-খালাসীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৮০	সহকারী ক্রেন ড্রাইভার	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৮১	প্লাম্বার	ঐ	প্লাম্বার হেলপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৮২	প্লাম্বার হেলপার	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৮৩	লিফট অপারেটর	ঐ	ঐ
৮৪	টেকনিশিয়ান (সেমিস্কীলড)	ঐ	ঐ
৮৫	গেজ রীডার	ঐ	ঐ
৮৬	লীডসম্যান	ঐ	ঐ
৮৭	হেলপার মেকানিক	ঐ	ঐ
৮৮	ব্লু-প্রিন্টার খালাসী	ঐ	ঐ

৫	৬	৭
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	ব্লু-প্রিন্টার খালাশী হিসাবে চাকুরীকাল ৬ বৎসর হইতে হইবে।	..
অষ্টম শ্রেণী পাস, লাইসেন্স প্রাপ্ত ও ক্রেন চালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	—	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ৪ মাস মেয়াদী কোর্স পাসের সনদপত্র থাকিতে হইবে।	—	বাছাই কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ প্লাম্বিং কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	—	—
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ লিফট চালনার ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	—	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ রেডিও যন্ত্রপাতি চালনার অভিজ্ঞতা।	—	—
অষ্টম শ্রেণী পাস। প্রার্থীদের অবশ্যই সুন্দর হাতের লেখা এবং ভাল স্বাস্থের অধিকারী হইতে হইবে।	—	—
অষ্টম শ্রেণী পাস। প্রার্থীদের অবশ্যই ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে। হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের যন্ত্রপাতি চালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	—	—
অষ্টম শ্রেণী পাস।	—	—
অষ্টম শ্রেণী পাস।	—	—

১	২	৩	৪
৮৯	মাষ্টার পাইলট সুপার-ভাইজার।	২৭—৪৫ বৎসর	উর্ধ্বতন মাষ্টার পাইলটদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯০	মাষ্টার-১	২৫—৪৫বৎসর	মাষ্টার-২ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯১	ঊর্ধতন মাষ্টার পাইলট	২৮—৪৫ বৎসর	মাষ্টার পাইলটদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯২	লাইসেন্স ড্রাইভার	২৭—৪৫ বৎসর	ড্রাইভার-১ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯৩	ড্রেজার মাষ্টার	২৩—৪৫ বৎসর	কোয়ার্টার মাষ্টার, লিভারম্যান (১৮" কাটারসাকশনসহ ড্রেজার-দের) মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯৪	মাষ্টার-২	২৩—৪৫ বৎসর	কোয়ার্টার মাষ্টার/মাষ্টার-৩ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯৫	মাষ্টার পাইলট	২৫—৪৫ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
..	১। কর্ণফুলী এণ্ডোর্সমেন্টসহ ১ম শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সনদপ্রাপ্ত উর্ধ-তন মাষ্টার পাইলট হিসাবে চাকুরীকাল ২ বৎসর হইতে হইবে।	..
..	২। কর্ণফুলী এণ্ডোর্সমেন্ট ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সনদপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন মাষ্টার পাইলট হিসাবে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	..
..	কর্ণফুলী ও পশুর এণ্ডোর্স-মেন্টসহ ইনল্যাণ্ড মাষ্টারের ১ম শ্রেণীর কম্পিটেন্সী সনদ-পত্র।	..
..	মাষ্টার পাইলট হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	..
..	লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার হিসাবে কম্পিটেন্সী সার্টি-ফিকেট।	..
..	২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার হিসাবে কম্পিটেন্সী সার্টি-ফিকেট।	...
..	কর্ণফুলী ও পশুর এণ্ডোর্সমেন্ট-সহ ইনল্যাণ্ড মাষ্টারের ২য় শ্রেণীর কম্পিটেন্সী সনদপত্র।	...
কর্ণফুলী এণ্ডোর্সমেন্টসহ ২য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টারের কম্পি-টেন্সী সনদপত্র। সরাসরি নিয়োগ-কৃত প্রার্থীগণের শিক্ষানবিসকাল ১ বৎসর হইবে যাহার সফল সমাপ্তিতে চাকুরীতে আত্মীকরণ করা হইবে।	..	..

১	২	৩	৪
৯৬	ড্রাইভার-১	২৫—৪৫ বৎসর	ড্রাইভার-২ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯৭	রেফ্রিজারেটর মেকানিক	১৮—২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
৯৮	ইলেকট্রিক মেকানিক (স্যালভেজ জাহাজ) ইলেকট্রিশিয়ান (জাহাজ)।	ঐ	ঐ
৯৯	স্যালভেজ ক্রেন ড্রাইভার	ঐ	ঐ
১০০	ওয়ারলেস অপারেটর, এস এস বি অপারেটর।	ঐ	ঐ
১০১	ডুবুরী	২৩—৩২ বৎসর	লাইন্সম্যানদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০২	ড্রাইভার-২	২৩—৪০ বৎসর	গ্রীজারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০৩	পাইলট ইন্সপেকটর	৩২—৪২ বৎসর	হেড পাইলটদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
...	ইঞ্জিন ড্রাইভারদের ১ম শ্রেণীর কম্পিটেন্সী সনদপত্র।	..
৪ মাস মেয়াদী সংশ্লিষ্ট কোর্স এর ট্রেড সার্টিফিকেট।	...	...
অবশ্যই অনুমোদিত সরকারী কর্তৃপক্ষ হইতে 'বি' গ্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ ক্রেন ড্রাইভার হিসাবে ভাসমান ক্রেন চালনার ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	..	..
এস এস সিসহ ট্রেড সার্টিফিকেট।	...	..
অথবা		
সশস্ত্র বাহিনী হইতে সমমানের সনদপত্রসহ ২য় গ্রেডের ওয়ারলেস অপারেটিং সার্টিফিকেট।	...	..
	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ পানির নীচে কাজ করার ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা স্যালভেজ কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। পানির কমপক্ষে ১০০ ফুট গভীরে ডুবুরীর কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং ডুবুরীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা। ডুবুরীর কাজ করার মত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।	
	২য় শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভার হিসাবে কম্পিটেন্সী সার্টিফিকেট।	
	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ হেড পাইলট হিসাবে ৫ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা।	

১	২	৩	৪
১০৪	ডেক বোট সোয়েন	৩২—৪১ বৎসর	ডেক টেণ্ডলদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০৫	লিভারম্যান (১৮"কাটার সাকশন ড্রেজারে)।	২৫—৩৭ বৎসর	লিভারম্যান (১৮"এর নীচে কাটার সাকশন ড্রেজারে)-দের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০৬	কোয়ার্টার মাস্টার	২০—৩২ বৎসর	লস্করদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০৭	লিভারম্যান (১৮" এর নীচে কাটার সাকশন ড্রেজারে)।	২৩—৩২ বৎসর	গ্রীজার,লস্করদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০৮	সারেং	ঐ	পন্টুন/ফ্লাটের লস্করদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১০৯	হেড পাইলট	২৮—৩৭ বৎসর	পাইলট/ঘাট পাইলটদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১০	স্টুয়ার্ড	১৮—২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১১	অফিসার্স কুক	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
...	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ কমপক্ষে ডেক টেণ্ডল হিসাবে ৪ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।	...
..	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ ৪নং কলামে উল্লেখিত পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
..	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ ডি, পি, টি, সি-তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লস্করদের ২ বৎসরের চাকুরীকালের অভিজ্ঞতা। অন্যান্য লস্করদের ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
..	৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল ৫ বৎসর হইতে হইবে।	...
..	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ ৪নং কলামে উল্লেখিত পদে চাকুরীকাল কমপক্ষে ৫ বৎসর হইতে হইবে।	...
..	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ অভ্যন্তরীণ নৌ পথে পাইলট/ঘাট পাইলট হিসাবে চাকুরীর অভিজ্ঞতা ৫ বৎসর হইতে হইবে।	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ প্রাচ্য ও ইউরোপীয় কায়দায় খানা পরিবেশন ও ষ্টোরের হিসাব রাখার অভিজ্ঞতা।	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ প্রাচ্য ও ইউরোপীয় খানা রন্ধনের অভিজ্ঞতা।	..	..

১	২	৩	৪
১১২	(ক) মাস্টার-৩	২৩—৪০ বৎসর	কোয়ার্টার মাস্টারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১২(খ)	আগা এটেনডেন্ট	২৩—৩২ বৎসর	লস্কর/মার্কম্যানদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১৩	ডেক টিণ্ডাল	২৮—৩৭ বৎসর	ডেক কসপদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১৪	গ্রীজার	১৮—২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১৫	পাইলট/ঘাট পাইলট	২৩—৩২ বৎসর	মার্কম্যানদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১৬	ডেক কসপ্	ঐ	লস্করদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১৭	লাইন্সম্যান	ঐ	লস্করদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।
১১৮	কম্প্রেসার এটেনডেন্ট	২৩—৩২ বৎসর	লস্করদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

৫	৬	৭
	অবশ্যই ৩য় শ্রেণীর ইনল্যাণ্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট পাস হইতে হইবে।	..
	লস্কর/মার্কম্যান হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরীসহ নৌ-সহায়ক বাতি স্থাপন ও চালনার জ্ঞান থাকিতে হইবে। নিয়োগকৃত প্রার্থীগণ ৬ মাস বরিশাল নৌ-কারখানায় শিক্ষানবিস থাকিবেন।	...
	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ কম পক্ষে ডেক কসপ্ হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	..
এস, এস, সি, অথবা সমমানের যোগ্যতা সহ কিছু অভিজ্ঞতা।	..	..
..	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ মার্কম্যান পদে কমপক্ষে ৪বৎসরের অভিজ্ঞতা।	..
...	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ লস্কর হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	...
..	লস্কর হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরী এবং স্যালভেজ ইউনিটে লাইন্সম্যান কাজের অভিজ্ঞতাসহ ডাইভিং যন্ত্রপাতি চালনায় অভিজ্ঞতা।	...
..	লস্কর হিসাবে অন্ততঃ ৫ বৎসরের চাকুরীসহ স্যালভেজ ইউনিটে কম্প্রেসার চালনা ও এয়ার ডাইর অভিজ্ঞতা।	..

১	২	৩	৪
১১৯	লস্কর	১৮—২৭ বৎসর	(ক) ১/২ অংশ পদ ভাণ্ডারী/তোপাস হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণ করিতে হইবে। (খ) ১/২ অংশ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পুরণ করিতে হইবে।
১২০	মার্কম্যান	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পুরণ করিতে হইবে।
১২১	ভাণ্ডারী	ঐ	ঐ
১২২	তোপাস	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পুরণ করিতে হইবে।
১২৩	সিগন্যাল ম্যান	ঐ	ঐ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

৫	৬	৭
ডি, পি, টি, সি, হইতে ১ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাস;	অষ্টম শ্রেণী পাসসহ ভাণ্ডারী/তোপাস পদে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	..
অথবা		
অষ্টম শ্রেণী পাস এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ খাদ্য পাক করার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে অভিজ্ঞতা।	..	..
অষ্টম শ্রেণী পাসসহ ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।	..	..